

Received on 06.01.17 at 11.15
and started Tamruk PS case no.
09/17 dated 06.01.17 up 19 88/325
060



To,

The Officer-in-charge
Tamruk Police Station
Tamruk, Purba Medinipur

মহাশয়,

Aradhya
Officer-in-charge
Tamruk Police Station
Dist.-Purba Medinipur
06.01.17

আমি শ্রীমতী নমিতা সেন, স্বামী শ্রী তাপস সেন, হাল সাং প্রযত্নে পিতা
শ্রী নীলকণ্ঠ মেট্যা, সাং ও পোঃ- শিমুলিয়া, থানা- তমলুক, পূব মেদিনীপুর।

আমার সহিত তমলুক থানার মিরিকপুর গ্রামের বিপদ ভঞ্জন সেন এর কনিষ্ঠ পুত্র
তাপস সেন এর সহিত গত বাং ওরা বৈশাখ ১৪১৮ সালে হিন্দু শাস্ত্র মতে আনুষ্ঠানিক
ভাবে বিবাহ হয়। বিবাহের সময় প্রতিপক্ষগণের দাবী মত ১নং প্রতিপক্ষকে নগদ ৫০,০০০
টাকা। সোনার আংটি, আমাকে সোনার গহনাদি সহ কাঠের আসবাবপত্রাদি পিতল
কাঁসার বাসন পত্রাদি ও অন্যান্য তৈজসপত্রাদি প্রদান করিয়াছিল। বিবাহের পর বিবাহ
কালিন সমূহ জিনিসপত্র লইয়া স্বস্তর বাড়ীতে যাই। তথায় ১নং প্রতিপক্ষের সহিত স্বামী
স্ত্রী রূপে বসবাস করিতে থাকি। বসবাসের ফলে আমার গর্ভে ও ১নং প্রতিপক্ষের ঔরষে
একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। বয়স প্রায় সাড়ে তিন বৎসর।

প্রতিপক্ষের পিতা মাতা এক জ্যৈষ্ঠ অবিবাহিত ভ্রাতা রহিয়াছে। সকলেই একই
অল্পে একই ঘরে বাস করে।

বিবাহের ১/২ দিন পর হইতে আমার ভাসুর আমাকে কুপ্তস্তাব দিতে থাকে।
আমার স্বামী মদ্যপ অবস্থায় আমাকে মারধর করিত। প্রতিপক্ষগণ বাড়তি যৌতুকের
জন্য আমার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন দিতে থাকে।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে আমি বাড়ীতে একা থাকিলে আমার ভাসুর জাপটাইয়া
ধরিয়া আমার প্রতি খারাপ আচরন করিবার চেষ্টা করিত। আমি চিৎকার করিলে পলাইয়া
যাইত। উপরোক্ত ঘটনার বিষয় স্বামীকে, স্বস্তর ও শাস্ত্রীকে জানাইলে আমার স্বামী
তাহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার প্রস্তাব মানিয়া লইতে বলে। আমরা স্বস্তর ও শাস্ত্রী বলিত “দ্রৌপদী
৫টা স্বামী নিয়ে ঘর করতে পারে, তুমি ২টা স্বামী নিয়ে ঘর করতে পারবে না।” আমার
জ্যৈষ্ঠ পুত্র যা বলবে তাহাই করতে হবে। আমার ভাসুরের অত্যাচারের আমি একাকী

বাড়ীতে কাপড় ছাড়িতে বা পুত্রকে স্তন পান করাইতে বা একাকী ঘরে বিশ্রাম করিতে পারিতাম না। প্রতিপক্ষগনকে বহুবার ভাসুরের বিবাহ দিবার কথা বলিলে তাহারা সকলেই আমার প্রতি অমানসিক অত্যাচার করিত। আমার ও পুত্রের অসুখে চিকিৎসা করিত না বা দেখাশুনা করিত না। আমার পিতার নিকট হইতে বাড়তী ৫০,০০০ টাকা আনিবার জন্য চাপ দিত। আমি উহাদের সমূহ অত্যাচার সহ্য করিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আত্মহত্যা করিতে পারিতাম না।

ঘটনার বিষয় পিতা মাতাকে জানাইলে তাহারা মীমাংসা করিয়া যাইত।

প্রতিপক্ষগনের অত্যাচার ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

গত ইং ৩০.০৯.২০১৬ তারিখ সকাল ১১টার সময় আমার ভাসুর আমাকে জোর করিয়া তাহার ঘরে ধরিয়া লইয়া যায়। আমি চিৎকার করিলে অন্যান্য প্রতিপক্ষগন আসিয়া আমাকে প্রচণ্ড মারধর করে। বাবার বাড়ী হইতে বাড়তী টাকা আনিবার জন্য চাপ দিতে থাকে। এবং তাহাদের কথামত না চলিলে বাড়ীতে ঠাই হইবে না। বলিয়া সমূহ গহনাদি কাড়াইয়া লইয়া একবস্ত্রে পুত্র সহ তাড়াইয়া দেয়। আমি বাধ্য হইয়া পিত্রালয়ে আসি এবং সমূহ ঘটনা জানাই। আমার পিতা ও মাতা স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানায় তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়া বিফল হয়।

প্রার্থনা এই যে, উপরি উক্ত ঘটনা তদন্ত পূর্বক প্রতিপক্ষ গনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে আজ্ঞা হয়।

তাং ০৬/২/১৭

প্রতিপক্ষগনের নাম ও ঠিকানা

- ১। তাপস সেন, পিতা- বিপদ ভঞ্জ সেন
 - ২। বিপদ ভঞ্জ সেন, পিতা- বিনোদ সেন
 - ৩। কাজল সেন, স্বামী- বিপদ ভঞ্জ সেন
 - ৪। মানস সেন, পিতা- বিপদ ভঞ্জ সেন
- সাং ও পোঃ- মিরিকপুর, থানা- তমলুক
জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।

নিবেদন ইতি
স্বীকৃত প্রমাণ

১৬৩৫১৭৩৫২৭